সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

প্রসঙ্গ তাল : শাস্ত্রীয় ঠেকা ও বাদনশৈলীর নান্দনিকতা

স্বরূপ হোসেন*

সারসংক্ষেপ : ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে তালের প্রয়োগ অনেক প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। 'তাল' শব্দটি সংস্কৃত ভাষার 'তল' শব্দটি থেকে এসেছে যার অর্থ 'আধার'। গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সঙ্গে তালও ছিল এই সংগীতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আলোচ্য প্রবন্ধে দাদরা, কাহারবা, খেমটা, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, রূপক, তেওড়া, একতাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তালের গঠন, প্রেক্ষাপট এবং ব্যবহার এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তালসমূহের গঠনের ভিন্নতা সংগীতকে কীভাবে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে এবং ঠেকা, লগ্গীসমূহের ব্যবহার তবলাবাদন প্রক্রিয়াকে কীভাবে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে এ প্রবন্ধে তা আলোকপাত করা হয়েছে।

সংগীত বলতে আমরা বুঝি গীত, বাদ্য ও নৃত্যের একত্রযোগ। কিন্তু এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে সংগীতের মূল তিনটি বিষয়ের মধ্যে গীতের সাথে তাল ও ঠেকার ব্যবহার আলোচনা করা হলো। ভারতীয় সংগীত মূলত দুইভাগে বিভক্ত – উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত। এই প্রবন্ধে উত্তর ভারতীয় সংগীতের কয়েকটি প্রচলিত তাল এবং তার ঠেকার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের সংগীতে অনেক ধারা আছে, সেই ধারাগুলিতে তাল, ছন্দ ও ঠেকার ব্যবহার খুব সুন্দরভাবে ভাগ করা আছে। আমরা যে সংগীত চর্চা করি সেই সংগীতের নানা প্রকার ভেদ বা পার্থক্য আছে, তালের নানা প্রকারও রয়েছে। তালের ব্যবহার প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> অনেকদিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এইজন্য যতই বিনয় করি না কেন, একটু না বলিয়া পারি না যে – ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম তখন চাঁদ সওদাগরের উপর মনসার যেরকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৭ : ৪৫)

পৃথিবীতে প্রায় সবকিছুই ছন্দ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যেমন – মানবদেহের মধ্যে প্রায় সবকিছু তার নিজ নিজ ছন্দে চলছে। ঠিক কোন এক সময়ে এগুলোর ছন্দপতন

---

*প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.10

ঘটলে, মানবদেহে সমস্যার উদ্রেক হয়। তাল ও লয় বিষয়ে বলতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরকম মত পোষণ করেছিলেন –

> কবিতায় যেটি ছন্দ, সংগীতে সেটিই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে। আকাশে তারা হইতে পতঙ্গের শাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়া বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যই কি, গানে কি, এই লয়কে যদি মানি তবেই তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও করিবার প্রয়োজন নাই। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৭ : ৪৬)

সংগীতেও ছন্দ দুই ভাগে বিভক্ত থাকে – রচয়িতা ও সুরকার। যিনি গীত রচনা করেন তিনি ভাষাগত মিল বা ছন্দের মধ্যে গীত রচনা করেন। যিনি সুর করেন তিনি মূলত ছন্দের ভিত্তিতে তাল নির্বাচন করেন সর্বাগ্রে; এরপর সেই তালে বা ছন্দে গানের সুর সম্পন্ন করেন। তারপর যখন সংগীত পরিবেশন হয় তখন নির্বাচিত তালগুলি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এরকম –

> কাব্যে ছন্দের কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সে নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৭ : ৪৫)

ঠিক তালের ক্ষেত্রে একই তাল বিভিন্ন ছন্দের হয়ে থাকে আবার অনেকসময় নির্ধারিত তালের গান রচিত হলেও চটুল ছন্দের হওয়াতে তালের বোল বা বাণী পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সংগীতে যেই শ্রেণিগুলোতে তাল, ছন্দ ও ঠেকার ব্যবহার দেখানো হবে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

তেওড়া তাল

তেওড়া তাল পাখোয়াজের তাল। এই তালের মাত্রা ৭, বিভাগ ৩টি, ৩টি তালি এবং কোনো খালি নেই। এটি একটি বিষমপদী তাল। এই তাল অন্য কোনো বাদ্য যন্ত্রে বাজাতে দেখা যায়না, শুধুমাত্র পাখোয়াজে বাজানো হয়ে থাকে। পাখোয়াজে একক বাজানো হয়ে থাকে তাই এই তালে পড়ন, উঠান, রেলা বাজানো হয়ে থাকে। মূলত এই তালের বোলগুলি গম্ভীর এবং জোরদার হয়। এই তাল প্রধানত ধ্রুপদাঙ্গ গানের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই তালের বিবরণের নিম্নরূপঃ

মাত্রা – ৭, বিভাগ – ৩টি (৩+২+২), তালি- ১,৪,৬। খালি নেই।

+ ১ ২ +
ধা দীন তা । তিট কতা । গদি গণ । ধা

অথবা

+ ২ ৩ +
ধা দিন্ তা । তিট কতা । গদি গণ । ধা

(ইন্দুভূষণ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ : ৮৯)

তবে তেওড়া তাল তবলাতেও বাজানো হয়ে থাকে। অনেক সময় বাংলা গানে তেওড়া তালের প্রয়োগ হয়ে থাকে, যা ধ্রুপদাঙ্গ নয়। তাই সেই ক্ষেত্রে তবলা বাজানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ঠেকাতে তবলার বোলের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন –

\+ ২ ৩ +

ধি ধি না । ধি না । ধি না । ধা

(মানিক ২০১৪ : ১১৪)

রূপক তাল

রূপক তাল একটি তবলার তাল। রূপক তালের মাত্রা ৭, বিভাগ ৩টি, প্রথম মাত্রা খালি এবং চতুর্থ ও পঞ্চম মাত্রায় তালি। শাস্ত্রীয় সংগীতে এই একটি তালই ব্যতিক্রম। কারণ তালের প্রথম মাত্রাকে সাধারণত 'সম' বলা হয় কিন্তু তালে প্রথম মাত্রায় খালি তাই খালিকে 'সম' মেনে চলা হয়। রূপক তাল একটি বিষমপদী তাল। রূপক তাল সংগীতে অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি শাখায় খুব ভালোভাবে প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবলা এককবাদনের জন্য খুব উপযোগী, এই তালে কায়দা, পেশকার, পড়ন, উঠান, রেলা, টুকরা, মুখরা, লগ্নী ইত্যাদি বাজানো হয়ে থাকে। এছাড়া বাংলা গান, ভজন, ঠুমরী, গজল ইত্যাদি গানে ব্যবহার হয়ে থাকে। এই তালের বিবরণ নিচে দেখানো হলো –

মাত্রা – ৭, বিভাগ – ৩টি (৩+২+২), তালি – ৪, ৬, খালি – ১ মাত্রায়

০ ১ ২ ০

তি তি না । ধি না । ধি না । তি

(শম্ভুনাথ ঘোষ ১৯৭২ : ১৭৯)

অথবা

০ ২ ৩ ০

তি তি না । ধি না । ধি না । তি

(দিলীপ ২০১০ : ১৬৬)

বাংলা গানে ভজন, ঠুমরী, গজল গানের ছন্দ, ভাব অনুযায়ী এই তালের ঠেকায় কিছু বোল সংযুক্ত হয়ে থাকে; তাতে গানে ভাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং শুনতে ভাল লাগে। যেমন –

প্রকার – ১

০ ১ ২ +

তি তি নানা । ধি নানা । ধি নানা । তি

প্রকার – ২

০ ১ ২ +

তি তি নানা । ধিধি নানা । ধিধি নানা । তি

প্রকার – ৩

০ ১ ২ +

তিতিট তিতি নাতিট । ধি নাতিট । ধি না । তি

প্রকার – ৪

০ ১ ২ +

তি তি নাকতিট । ধি নাতিট । ধি না । তি

আবার অনেক সময় গান শেষ করার আগে যখন গায়ক গানের স্থায়ীতে ফিরে আসে তখন রূপক তালের লগ্গী বাজানো হয় যা তালের ছন্দের সাথে মিল রেখে এবং গানের ভাব অনুযায়ী বাজানো হয়ে থাকে। যেমন–

লগ্গী

০ ১ ২ +

ধাতি গেগে ধিন । ধাতি গিনা । ধাতি গিনা । তি

ত্রিতাল বা তিনতাল

তিনতাল তবলার জন্য একটি অত্যন্ত প্রচলিত তাল। এই তালকে কেউ কেউ ত্রিতাল বলে থাকে। এই তালটি একটি সমপদী তাল। তিনতালের মাত্রা সংখ্যা ১৬, বিভাগ ৪টি। প্রথম মাত্রায় সম এবং নবম মাত্রায় খালি। তিনতালকে তালের রাজা বলা হয়। তিনতাল এমন একটি তাল যেটি সংগীতে (গীত, বাদ্য ও নৃত্য) সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ হয়ে থাকে। তিনতাল বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে বাজানো হয়। তিনতাল একক বাদনের সময় সবচেয়ে বেশি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। তিনতালে কায়দা, টুকরা, মুখড়া, পড়ন, পেশকার, গৎ, রেলা, রেলা-কায়দা, উঠান ইত্যাদি বাজানো হয়ে থাকে। এছাড়া মসীতখানী, রাজাখানী গৎ, ছোট খেয়াল, তারানা বেশিরভাগ তিনতালে নিবদ্ধ করা থাকে। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল সংগীতে ত্রিতালের প্রয়োগ দেখা যায়। তিনতালে লগ্গী, লড়ী বাজানো হয়ে থাকে। তিনতালে সাধারণত ঢোল, নাল, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ, ঢোলক, খোল ইত্যাদির প্রয়োগ দেখা যায় না।

এই তালের বিবরণ –

মাত্রা – ১৬, বিভাগ – ৪টি (৪+৪+৪+৪), তালি – ১, ৫, ১৩, খালি – ৯ মাত্রায়।

+		২		০		৩		+
১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭ ৮	৯ ১০ ১১ ১২	১৩ ১৪ ১৫ ১৬	১
ধা ধিন ধিন ধা।	ধা ধিন ধিন ধা ।	ধা তিন তিন তা।	তেটে ধিন ধিন ধা।	ধা

(শম্ভুনাথ ঘোষ ১৯৭২ : ২৪৬)

অথবা

+		২		০		৩		+
১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭ ৮	৯ ১০ ১১ ১২	১৩ ১৪ ১৫ ১৬	১
ধা ধিন ধিন ধা।	ধা ধিন ধিন ধা ।	ধা তিন তিন তা।	তা ধিন ধিন ধা।	ধা

তিনতাল যখন আমরা বিলম্বিত লয়ে বাজিয়ে থাকি ঠিক তখন একমাত্রা থেকে অপর মাত্রায় যে দূরত্বটা থাকে সেই জায়গায় একজন তবলাবাদক তার দক্ষতার সাথে তালটিকে সুন্দর শোনাবার জন্য কিছু বাণী প্রয়োগ করে পুরো ঠেকা বাজিয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে –

ধাতিট ধিনতিরকিট ধিনধিন ধাগেতিট। ধাতিট ধিনতিরকিট ধিনধিন ধাগেতিরকিট ধাধাগে তিনতিট তিনতিন তাকেতিট। তাকেতিরকিট ধিনতিট ধিনধিন ধাধাধা

এছাড়া মধ্য লয়ে বাজানোর সময় গানের ভাব অনুযায়ী লয় ধরে ঠেকা বাজানো হয়। আর দ্রুত লয়ে তিন তাল বাজানোর সময় মূল তালের সাথে কিছু বোলবাণীর সংযোজন হয়। যেমন –

+		২		০		৩		+
ধা ধিন ধিন না।	ধা ধিন ধিন নানা।	ধা তিন তিন না।	তা ধিন ধিন নানা।	ধা

কাহারবা

কাহারবা একটি সমপদী তাল। এই তালের মাত্রা সংখ্যা ৮, বিভাগ ২টি। কাহারবা তালের বিভাগের মাত্রাগুলি সমান। এই তালে একটি তালি ও একটি খালি আছে। তালের প্রথম মাত্রায় তালি (সম) এবং পাঁচ মাত্রায় খালি। কাহারবা তাল সাধারণত ভাব-সংগীত, লোকসংগীত, নজরুল সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, পুরোনো দিনের গান, সমসাময়িক গান, ভজন, গজল, ঠুমরী গানের সাথে অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাহারবা বিশেষত লঘু সংগীতে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এ তালটি লোকপ্রিয় তাল। এ

তাল চঞ্চল প্রকৃতি বা চটুল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এই তালের ঠেকার প্রকারের সাথে লগ্গী, লড়ী বাজানো হয়ে থাকে। কাহারবা তাল তবলা ছাড়াও ঢোলক, ঢোল, খোল, নাল ইত্যাদি লোকবাদ্যের সাথে বাজানো হয়ে থাকে। এ তালটি এককবাদনের জন্য উপযোগী তাল নয়। তাই এই তালে পেশকার, কায়দা, টুকরা, মুখরা, পড়ন, উঠান বাজানো হয় না। এই তালের বিবরণ নিম্নরূপ –

মাত্রা – ৮, বিভাগ – ২টি (৪+৪), তালি – ১ মাত্রায়, খালি – ৫ মাত্রায়

+				০				
১	২	৩	৪ ।	৫	৬	৭	৮ ।	১
ধা	গে	না	তি ।	না	ক	ধি	না ।	ধা

অথবা

+				০				
১	২	৩	৪ ।	৫	৬	৭	৮ ।	১
ধা	গে	তে	নে ।	না	গি	ধে	নে ।	ধা

(শম্ভুনাথ ঘোষ ১৯৭২ : ১৮২)

অনেকক্ষেত্রে গানের ছন্দ অনুসরণ করে কাহারবা তালে ২+২ ছন্দ হয়ে থাকে। এই ছন্দগুলি সাধারণত রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল সংগীত এবং সমসাময়িক গানের সাথে বেশি শোনা যায়। তাতে লয় একটু চটুল থাকে। সেক্ষেত্রে এই ছন্দে তালটি বাজালে গানের সাথে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। যেমন –

+		০		+
১	২ ।	৩	৪ ।	১
ধিন	নাক ।	তিট	ধা ।	ধিন

লঘু সংগীতে বিশেষ করে নজরুল সংগীত, বাংলা রাগাশ্রিত গান, গজল, ভজন ইত্যাদি গানে কাহারবা তালে গানের ভাব অনুযায়ী লগ্গীর ব্যবহার হয়ে থাকে। নিচে কিছু লগ্গীর উল্লেখ করা হলো। যেমন –

প্রকার – ১

+	০	+
ধাতি গেগে নাগ তিন ।	তাতি গেগে নাগ ধিন ।	ধা

প্রকার – ২

+	০	+
ধিন ধাতি গেগে নাগ ।	তিন তাতি গেগে নাগ ।	ধা

প্রকার – ৩

\+ ০ +

গেগে নাগ তিন তাতি । কেকে নাক ধিন ধাতি । ধা

একতাল

একতালের মাত্রা সংখ্যা ১২, বিভাগ ৬টি। এই তালের সংখ্যা ৪টি এবং খালির সংখ্যা ২টি এবং তালটি সমপদী তাল। এছাড়া একতাল এককবাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী তাল আর সেই জন্য এই তালের পেশকার, কায়দা, রেলা, টুকরা, মুখরা, পড়ন, উঠান, চক্রদার, গৎ ইত্যাদি বাজানো হয়ে থাকে।

একতাল ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের খেয়াল-অঙ্গ গানের সাথে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একতালের রচনা খেয়াল অঙ্গের গায়কীর সাথে জন্ম হয়েছে। এই তালের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো এই তাল বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে খেয়াল গানের সঙ্গে সুন্দরভাবে বাজানো হয়ে থাকে।

বাংলা গানে বিশেষ করে রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীতেও এর প্রয়োগ দেখা যায়। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো এই বাংলা গানে আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই তালটি ত্রিমাত্রিক ছন্দে বাজানো হয়ে থাকে। এছাড়া অনেক গানের শেষে এই তালের লগ্নী বাজানো হয়ে থাকে। একতালের শাস্ত্রীয় তালটি লিপিবদ্ধ করা হলো –

মাত্রা – ১২, বিভাগ – ৬ (২+২+২+২+২+২), তালি – ১, ৫, ৯, ১১, খালি – ৩,৬ মাত্রায়।

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪ +

১ ২ । ৩ ৪ । ৫ ৬ । ৭ ৮ । ৯ ১০ । ১১ ১২ । ১

ধিন ধিন । ধাগে তিরকিট। থুন না। কৎ তা। ধাগে তিরকিট। ধিন না। ধিন

(শম্ভুনাথ ঘোষ ১৯৭২ : ২১১)

অনেক বাংলা গানে একতাল ত্রিমাত্রিক ছন্দে বাজানো হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে তালের পরিচিতিতে একটু পরিবর্তন আসবে। যেমন –

মাত্রা – ১২, বিভাগ – ৪টি, তালি – ১, ৪, ১০ খালি – ৭ মাত্রায়

\+ ২ ০ ৩ +

১ ২ ৩। ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ । ১০ ১১ ১২ । ১

ধিন ধিন ধা । ধা তু না । কৎ তা ধাগে । তেরেকেটে ধি নানা । ধিন

(দেবব্রত দত্ত ১৯৮২ : ২৮০)

বাংলা গানের শেষ অংশে সংগত করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে নজরুল সংগীতে এই তালে লগ্গী বাজানো হয়ে থাকে। বাজানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে কোনোভাবে গানের ছন্দ বা ভাব নষ্ট না হয়। একতালের একটি লগ্গী নিচে উল্লেখ করা হলো –

প্রকার – ১

ধা তিট । ধাতি ধাগে । ধিনা গিনা । তা তিট । ধাতি ধাগে । ধিনা গিনা । ধা

প্রকার – ২

ধাতি ধাগ। ধিনা গিনা। ধা তিট। তাতি তাকে । তিনা কিনা। ধাতি ধাগে। ধা

প্রকার – ৩

ধিনা গিনা । ধা তিট। ধাতি ধাগে। তিনা কিনা। ধা তিট। ধাতি ধাগে। ধা

ঝাঁপতাল

তবলার প্রাচীন তালের মধ্যে ঝাঁপতাল অন্যতম একটি। প্রাচীন কালে এই তালকে ঝম্পাতাল বলা হত। ঝাঁপতাল একটি বিষমপদী তাল যার মাত্রা সংখ্যা ১০, বিভাগ ৪টি, সম প্রথম মাত্রায় এবং খালি ষষ্ঠ মাত্রায়। ঝাঁপতাল এমন একটি তাল যেটি সংগীতের (গীত, বাদ্য ও নৃত্যে) সব জায়গাতেই প্রয়োগ দেখা যায়। ঝাঁপতালে এককবাদন বাজানো হয়ে থাকে। সেইজন্য ঝাঁপতালে কায়দা, পেশকার, টুকরা, মুখরা, লগ্গী, পড়ন, উঠান, রেলা ইত্যাদি বাজানো হয়ে থাকে। 'সাদরা' নামক বিশেষ গায়নশৈলীর সাথে ঝাঁপতাল বাজানো হয়ে থাকে। শাস্ত্রীয় ধ্রুপদ ও খেয়াল সংগীতে ঝাঁপতালের প্রয়োগ দেখা যায়। তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল সংগীত, লোক সংগীতেও ঝাঁপতালের ব্যবহার হয়ে থাকে। ঝাঁপতাল সাধারণত তবলায় ও পাখোয়াজে বাজানো হয়ে থাকে। এই তালের বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলো :

মাত্রা – ১০, বিভাগ – ৪টি, (২+৩+২+৩), তালি – ১, ৩, ৮, খালি – ৬

+		২		০		৩				+
১	২	। ৩	৪	৫	। ৬	৭	। ৮	৯	১০	। ১
ধি	না	। ধি	ধি	না	। তি	না	। ধি	ধি	না	। ধি

(দেবব্রত ১৯৮২ : ২৭২)

অথবা

+		২		০		৩				+
১	২	। ৩	৪	৫	। ৬	৭	। ৮	৯	১০	। ১
ধিন	না	। ধিন	ধিন	না	। তিন	না	। ধিন	ধিন	না	। ধিন

(শম্ভুনাথ ঘোষ ১৯৭২ : ১৯৫)

ঝাঁপতাল সংগত করার জন্য খুব পরিচিত তাল। তাই সংগত করার সময় ঠেকার কিছু পরিবর্তন হয় এবং মূল বোলের সাথে কিছু বোলের সংযুক্তি ঘটে। এ তালের এরকম কিছু প্রকার নিচে দেয়া হলো –

প্রকার – ১

ধিন নাকতিট । ধিন ধিন না । তিন নাকতিট । ধিন ধিন না । ধিন

প্রকার – ২

ধিন নাকতিট । ধিনতিট ধিনধিন না । তিন নাকতিট । ধিনতিট ধিনধিন না । ধিন

প্রকার – ৩

ধিন নাত্রক । ধিনত্রক ধিনধিন না নাতিট । তিন নাত্রক । ধিনত্রক ধিনধিন না

রাগাশ্রিত বাংলা গানে গান শেষ করে যখন গানে স্থায়ীতে ফিরে তখন অনেকসময় সংগতকার খুব দক্ষতার সাথে ঝাঁপতালের লগ্নী বাজিয়ে থাকেন। ঠিক তখনি গানটি শ্রোতাদের কাছে আরো শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে এবং গানটির সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায়। নিচে একটি ঝাঁপতালের লগ্নী উল্লেখ করা হলো –

লগ্নী

প্রকার – ১

ধাধা গেনা । ধাতি গিনা ধিনা । তাতা কেনা । ধাতি গিনা ধিনা

প্রকার – ২

গিনা ধিনা । ধাতি গিনা ধিনা । কিনা তিনা । ধাতি গিনা ধিনা

প্রকার – ৩

ধাতি গিনা । ধিন ধিনা গিনা । তাতি কিনা । ধিন ধিনা গিনা

খেমটা

খেমটা তাল একটি সমপদী তাল। এই তালের মাত্রা সংখ্যা ১২, বিভাগ ৪টি। খেমটা তালের বিভাগের মাত্রাগুলি সমান। খেমটা তালে প্রথম মাত্রায় তালি (সম), দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালি চতুর্থ এবং দশম মাত্রায়। এই তালের খালি সপ্তম মাত্রায়।

খেমটা তাল লোকসংগীত, নজরুল সংগীতে ব্যবহার হয়ে থাকে। এই তাল দাদরা, কাহারবার মত পুরোনো তাল কিন্তু এই তালের প্রয়োগ খুব একটা বেশি দেখা যায় না। ঢোলক, ঢোল, নাল, খোল এবং তবলায় বাজানো হয়ে থাকে। এছাড়া এই তালে তবলায় এককবাদন করা যায় না। এই তালের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো –

মাত্রা – ১২, বিভাগ – ৪টি (৩+৩+৩+৩), তালি – ১, ৪, ১০, খালি – ৭ মাত্রা।

\+ ২ ০ ৩ +

১ ২ ৩। ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ । ১০ ১১ ১২। ১

ধা তি ট । না তিন না । তা তি ট । না ধিন না । ধা

দাদরা

দাদরা তাল একটি সমপদী তাল। এই তালের মাত্রা সংখ্যা ৬। এই তালের বিভাগ আছে ২টি। দাদরা তালের বিভাগের মাত্রাগুলি সমান। একটি তালি এবং একটি খালি। দাদরা তালের প্রথম মাত্রায় তালি (সম) এবং চতুর্থ মাত্রায় ফাঁক বা খালি। দাদরা একটি বিশেষ প্রকার গায়কীর নাম। এই তালটি চঞ্চল বা চটুল হয়ে থাকে। দাদরা তাল সাধারণত ভাব-সংগীত, লোকসংগীত, নজরুল সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, ভজন, গজল, ঠুমরী গানে অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে। দাদরা বিশেষত লঘু সংগীতে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এই তালটি একটি লোকপ্রিয় তাল। এই তালে ঠেকার প্রকার সাথে সাথে লগ্নী, লড়ী ইত্যাদি বাজাবার সুযোগ আছে। দাদরা তাল তবলা ছাড়াও ঢোলক, খোল, নাল, ঢোল ইত্যাদি লোকবাদ্যে বাজানো হয়ে থাকে। এই তালটির তবলা এককবাদনে বাজানো হয় না। এই তালের বিবরণ :

মাত্রা – ৬, বিভাগ – ২টি (৩+৩), তালি – ১ম মাত্রা, খালি – ৪ মাত্রা।

১ ২ ৩। ৩ ৪ ৬ । ১

ধা ধিন না । না তিন না । ধা

\+ । ০ । +

মতান্তরে ঠেকা,

১ ২ ৩ । ৪ ৫ ৬। ১

ধা ধিন ধা। ধা দিন তা। ধা

\+ । ০ । +

(শম্ভুনাথ ঘোষ ১৯৭২ : ১৭২)

দাদরা তাল লঘু সংগীতে সঙ্গত করার জন্য খুবই পরিচিত তাল। তাই এই তালে সংগত করার সময় ঠেকাতে কিছু পরিবর্তন হয় এবং তালের মূল বোলের সাথে কিছু বোলের সংযুক্তি ঘটে। নিচে সেই তালের প্রকারগুলো দেয়া হলো :

প্রকার – ১

\+ । ০ । +

ধাধা ধিন না । ধাধা তিন না । ধা

প্রকার – ২

\+ । ০ । +

ধাতিট ধিনধিন না । ধাতিট তিনতিন না। ধা

প্রকার – ৩

\+ । ০ । +

ধাতিট ধিনধিন না । ধাধা তিন না। ধা

অনেক সময় গানের ভাব অনুযায়ী লয় দ্রুত থাকলে ঠেকার বোলে পরিবর্তন আসে। যেমন –

\+ । ০ । +

ধা তি ট । না ধিন না। ধা

অথবা

\+ । ০ । +

ধিন ধিন না । তিট ধিন না। ধা

গানের সাথে সংগতের সময় গানের শেষ অংশে স্থায়ীতে ফিরে আসার পর অনেক তবলা বাদক খুব দক্ষতার সাথে লগ্নী বাজিয়ে থাকে। তাতে গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। নিচে দাদরা তালের কিছু লগ্নীর উদাহরণ দেয়া হলো –

প্রকার – ১

\+ । ০ । +

ধাতি ধাধা তিননা । তাতি ধাধা ধিননা । ধা

প্রকার – ২

\+ । ০ । +

ধননা ধাতি ধাধা । তিননা ধাতি ধাধা । ধা

প্রকার – ৩

\+ । ০ । +

ধাধা ধিননা ধাতি । তাতা ধিননা ধাতি । ধা

টীকা

ঠেকা : তবলার বোলবাণীর দ্বারা বিশেষ বিশেষ মাত্রায় আবদ্ধ করে বিভাগ, সম, তালি, খালি ইত্যাদি প্রদর্শন করে যে তাল বাজানো হয় তাকে ঠেকা বলে। (দেবব্রত-১৯৮২ : ৩২) ভারতীয় সংগীতে ঠেকার ভূমিকা অপরিসীম। ঠেকা এমন একটি বিষয় যা তালের মুখ্য এবং সুন্দরভাবে বোল বিন্যাস বা স্বাভাবিক স্থায়ীরূপ। ঠেকার মাধ্যমেই সেই তালের লক্ষণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

লগ্গী : ঠুমরী, গজল, ভজন গানের শেষ অংশে তবলার যে বোল বাজিয়ে গানটিকে শ্রুতিমধুর ও আকর্ষণীয় করা হয় তাকে লগ্গী বলে। লগ্গী সাধারণত ছোট তালে অর্থাৎ কাহারবা, দাদরা ইত্যাদি তালে বাজানো হয়। এই বোল ছোট আকারের হয় এবং এমন বর্ণ বাছা হয় যেগুলি সহজেই দ্রুতগতিতে বাজানো যায়। লগ্গীতে কিছু পাল্টা বা প্রকার বাজানো হয়। (মানিক ২০১৪ : ৬৯)

ছন্দ : কতগুলো গতিসৌন্দর্যবিশিষ্ট পরিমিত মাত্রাসমন্বিত পথকে বলা হয় ছন্দ। ছন্দের বৈশিষ্ট্য দেখানো হয় তাকে নানা ভাবে বিভক্ত করে এবং মাত্রাসমষ্টির একেকটি অংশকে বলা হয় বিভাগ। (শম্ভুনাথ ১৯৭২ : ৪১)

গ্রন্থপঞ্জি

ইন্দুভূষণ রায় (অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮)। *তবলা বিজ্ঞান*, মীরানাথ সঙ্গীত প্রকাশন, কলকাতা

দিলীপ রঞ্জন বরঠাকুর (২০১০)। *সংগীত বিজ্ঞানে তবলা*, চন্দ্রপ্রকাশ, আসাম

দেবব্রত দত্ত (১৯৮২)। *সংগীত-তত্ত্ব*, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা

মানিক মজুমদার (২০১৪)। *তালতত্ত্ব সমগ্র*, অমর ভারতী, কলকাতা

শম্ভুনাথ ঘোষ (১৯৭২)। *তবলার ইতিবৃত্ত*, মীরানাথ সঙ্গীত প্রকাশন, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৭)। *সংগীত চিন্তা*, নবযুগ সংস্করণ, ঢাকা